প্রথম প্রকাশ : ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায় : বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ ▪ CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL ▪ NORTH AMERICA

৪৮তম বর্ষ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪৩০ ● আগস্ট ২০২৩ | Visit us at : www.cabusa.org

Editorial Committee

Sudipta Chattopadhyay
Piya Roy
Lipika Mukhopadhyay
Hasanuzzaman Saki

Board of Trustees 2023

Dilip Chakrabarti	Chairperson
Abhik Dasgupta	Member
Ashis Sengupta	Member
Ashok Rakhit	Member
Gopendu Chakrabarti	Member
Kallol Chattopadhyay	Member
Milan Awon	Member
Pranab Das	Member
Sugata Bagchi	Member
Surajit Sengupta	Member

Executive Committee 2023

Ranadeb Sarkar	President
Tapas Sanyal	Vice President
Arpita Gupta	Vice President
Dipayan Sarkar	Vice President
Partha Sarathi Chakrabarty	General Secretary
Indrashish Basu Roychoudhury	Assistant Secretary
Debiprosad Palit	Treasurer
Sudipta Chattopadhyay	Member
Dipankar Chattopadhyay	Member
Piya Roy	Co-Opt Member
Lipika Mukhopadhyay	Co-Opt Member
Hasanuzzaman Saki	Co-Opt Member
Amitabha Choudhury	Co-Opt Member
Amit Ganguly	Co-Opt Member
Pradip Gupta	Co-Opt Member

Published by

Rupa Majumdar, RAUNAQ PUBLICATION

৪৩তম বঙ্গ সম্মেলনে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা নিয়ে সি এ বি প্রেসিডেন্টের বিবৃতি

রণদেব সরকার

প্রেসিডেন্ট, সি এ বি

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে তিনদিনব্যাপী ৪৩তম বঙ্গ সম্মেলন শেষ হয়েছে। গত ৩০ জুন এবং ১ ও ২ জুলাই অনুষ্ঠিত বঙ্গ সম্মেলনের এবারের আয়োজক ছিল কেপিসি বেঙ্গলি হল অব ফেম। বঙ্গ সম্মেলনের ইতিহাসে এবারেই প্রথম সব মহল থেকে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে। উত্তর আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী ও পুরনো বাঙালি সংগঠন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-সিএবি বা বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের ব্রান্ড বঙ্গ সম্মেলন কিংবা নর্থ আমেরিকা বেঙ্গলি কনফারেন্স-এনএবিসি। প্রতি বছর স্থানীয় একটি সংগঠনকে বঙ্গ সম্মেলনের ফ্রাঞ্চাইজি দিয়ে থাকে সিএবি বা বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ।

এবারের বঙ্গ সম্মেলন নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা সমালোচনার প্রেক্ষিতে সিএবি'র প্রেসিডেন্ট রণদেব সরকার একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি হুবহু এখানে দেওয়া হল। রণদেব সরকার বলেছেন, "সদ্য সমাপ্ত বঙ্গ সম্মেলন আজ আমাদের এমন এক কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন করেছে যে নিজেদের এই মহাযজ্ঞের আয়োজক সমিতির সদস্য হিসাবে ভাবতে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত

এবং মর্মাহত হচ্ছি! কোনো একক ব্যক্তি হিসেবে নয়, কোনো কর্মকর্তা বা সভাপতি হিসেবে নয়, সিএবি-র সমস্ত সদস্যদের তরফ থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলের অবগতির জন্য এই বক্তব্য সবার সামনে উপস্থিত করছি এবং সিএবি-র পক্ষ থেকে একটি অফিসিয়াল বিবৃতি তৈরি করার জন্য আপনাদের সকলের সাহায্য চাইছি।

বিগত ৪৩ বছর ধরে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে হয়ত কিছু সময় অবাঞ্ছিত ভুলভ্রান্তিও ঘটেছে তবে আমার মনে হয় না শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এতো অসংগঠিত ভাবে কোনো এনএবিসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিজে একজন সংগঠক হিসাবে আমি জানি কি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই বঙ্গ সম্মেলন। কোনো একক ব্যক্তি বিশেষ বা বিশেষ কিছু ব্যক্তি নিজেদের অক্ষমতায় এই মহাসম্মেলনের ঐতিহ্য এবং মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করে দিয়েছে ।

সিএবি-র সিনিয়র নেতাদের পাশাপাশি সহ-আহ্বায়ক, কোর কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পার্থসারথী মুখার্জী প্রত্যেকটি ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বঙ্গ সম্মেলনের রেজিস্ট্রেশন, হোটেল, আতিথেয়তা, সিনেমা, ডোমেস্টিক প্রোগ্রাম এবং শিল্পীদের ছাড়পত্রের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব ভলেন্টিয়ার পূর্বে কাজ করেছেন, তারা যখন তাকে লজিস্টিক সমস্যাগুলোর কথা বারবার উল্লেখ করে সাবধান করেছেন তখন তিনি সেগুলোকেও বারবার উপেক্ষা করেছেন এবং প্যাথলজিকাল মিথ্যার মাপকাঠিতে তাঁর অসীম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং "সব হয়ে যাবে" এই প্রবোধ বাক্য শুনিয়ে গেছেন।

তবে বাঙালি সংস্কৃতি আমাদের গর্ব এবং বিশ্বনন্দিত। এপার বাংলা আর ওপার বাংলার যৌথ প্রয়াসে সিএবি যে কর্মসূচি বিগত চার দশক ধরে করে চলেছে, সেই ঐতিহ্য কোনো স্বঘোষিত নেতা বা নেত্রী দ্বারা ধ্বংস করা যাবে না, নিজেদের অক্ষমতা দিয়ে সিএবি-র এই প্রচেষ্টাকে শেষ করা যাবে না।

আজ যারা এই চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার এবং অপমানিত তারাও কিন্তু বাঙালি এবং অনেক বড় হৃদয়ের শিল্পী মানুষ। এত অব্যবস্থা, এত অবিচারের মধ্যেও কিন্তু তাঁরা নিজেদের কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। আজ যতটুকু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা উপভোগ করেছি সেটুকু ওঁদের মতো গুণী শিল্পীদের জন্যই হয়েছে।

তাই আমি এবং আমাদের সিএবি-র সমস্ত কার্যনির্বাহক দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে এই বিশৃঙ্খলা, এই অব্যবস্থার শিকার যারা হয়েছেন তাদের সুবিচার দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব। জানি, আমাদের অজ্ঞাতে যা হয়ে গেছে তার কোনো ক্ষতিপূরণ করতে পারব না। যে সমস্ত প্রখ্যাত আমন্ত্রিত শিল্পী নিজেদের ব্যস্ত কর্মসূচি ছেড়ে ৩০ ঘণ্টা জার্নি করে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে প্রতি বছর আসেন আমাদের ভালোবাসার টানে, তাদের সম্মানের সাথে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করা এবং দেখাশোনা করাটা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

আর এনএবিসি-র আসল পৃষ্ঠপোষক কিন্তু আমাদের দর্শক এবং শ্রোতা আর ডোমেস্টিক প্রোগ্রামের অতিথিবৃন্দ এবং সর্বোপরি সব রকমের স্পন্সর যারা প্রতিবছর আমাদের পাশে থাকেন।

সমগ্র উত্তর আমেরিকার বাঙালি সারা বছর বসে থাকেন এই তিনটি দিনের জন্য। তাই আপনাদের অসুবিধা, কষ্ট আমরা বুঝতে পারছি। আপনাদের হতাশা, যন্ত্রণার জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। আমাদের ক্ষমা চাওয়ার ভাষা নেই।

সিএবি-র পক্ষ থেকে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই বঙ্গ সম্মেলন বা এনএবিসি হল বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ বা সিএবি-র ব্রেন চাইল্ড। কিন্তু দু-বছর পর পর বা অনেক সময় এক বছর পর যখন স্থানীয় সংস্থাগুলিকে এনএবিসি আয়োজন করতে দেওয়া হয় তখন এর অপারেশনাল দিকগুলোর উপর আমাদের খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আজ এই রকম একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এনএবিসি-র সমন্বয়কারী (অর্কেস্ট্রেটর) হিসাবে আমরা বুঝতে পারছি এই বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা খুব দরকার এবং কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অফিসিয়ালি এই পরিবর্তন আমরা করব।

আমরা কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আমাদের এনএবিসি-র মশাল যারা বহন করবে তারা যাতে এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেয় এবং এমন কোনো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে যাতে সচেতন থাকে এবং সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে সে বিষয়েও আমরা লক্ষ্য রাখব।

বঙ্গ সম্মেলন আপনাদের। তাই আপনাদের সম্মিলিত যোগদান এবং পরবর্তী মশালবাহকদের ওপর আপনাদের আশীর্বাদের হাত এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই অনুরোধ করছি, আপনারা সঙ্গে থাকুন ও এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামত ও চিন্তাভাবনা শেয়ার করুন।

সিএবি-র তরফ থেকে আবারো জানাচ্ছি আমরা ক্ষমাপ্রার্থী এবং আমাদের কমিটি এই নিয়ে আলোচনা করে এই অবিচারের বিচার যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং সেই সব অযোগ্য লোকদের জনসমক্ষে নিয়ে আসা যায় এই বিষয়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

২০২৩ এর বঙ্গ সম্মেলন ঘিরে কিছু কথা

দিলীপ চক্রবর্তী

আমরা উত্তর আমেরিকার বাঙালীরা প্রতি বছর বঙ্গ সম্মেলনের দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। এ বছরও একই উৎসাহ ৩০শে জুন আটলান্টিক সিটিতে গিয়ে দর্শকগণ যা দেখলেন সেটা আর যাই হোক বঙ্গ সম্মেলনের ঐতিহ্য নয়, বঙ্গ সম্মেলনের নামে এক চরম অবস্থার তান্ডব চলছিল। ব্যাজ নেই, ব্যান্ড নেই, রেজিস্ট্রেশনের কাগজ নেই, কিছুই নেই, এমন কী স্বেছাসেবকদের কাছে কোন তথ্য ছিল না ।

এ অবস্থায় এন এ বি সি কর্তাদেরও কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না ফলতঃ দর্শকরা,ভেন্ডাররা শিল্পীরা, এমনকী স্বেছাসেবকরাও অসহায় হয়ে পড়েন।

যেহেতু বঙ্গ সম্মেলন সি এ বির স্বপ্নজাত, সুতরাং এ পরিস্থিতির জন্য সকলেই সি এ বি-কেই দোষারোপ করলেন। যদিও এর জন্য সি এ বি মোটেই দায়ী নয়, তবুও কিন্তু দর্শকদের কাছে, ভেন্ডারদের কাছে, সি এ বি-র স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে এবং আগত শিল্পীদের কাছে সি এ বি-র প্রেসিডেন্ট নিঃশর্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন অনেক আগেই।

আপনাদের সকলের হাত ধরে বিগত ৪২ বছর ধরে আমরা বঙ্গ সম্মেলনে আনন্দের রসধারায় অবগাহন করেছি, কিন্তু এবার সংঠকদের অবিমৃশ্যকারিতায় আমাদের প্রিয় বঙ্গ সম্মেলন মুখ থুবড়ে পড়ল। দায় যারই হোক না কেন, এ পীড়াদায়ক ঘটনা আমাদের সি এ বি-র উপর এক গভীর হতাশার কালো মেঘের ছায়া নামাল, এ যন্ত্রনা আর সকলের মতই আমাদের সি এ বি-র বক্ষেও গভীর বেদনাদায়ক ক্ষত সৃষ্টি করল আর এন এ বি সি র উপর নেমে এলো শিল্পীদের অবমাননার অভিযোগ।

কিন্তু অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে তো সমস্যার সমাধান হবে না, তাই সেদিকে যাবো না, তবে দু একটা কথা না বললেই নয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা অত্যন্ত শ্লাঘার সাথে বলতে পারি উত্তর আমেরিকার অনাবাসী বাঙালী তথা ভারতীয়রা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, বিনয়ী এবং শ্রদ্ধাশীল মানুষ হিসেবেই পরিচিত আর এসব মানুষরাই এ বছর এন এ বি সি পরিচালনা করেছেন, অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও নিষ্ঠার অভাব ছিল না এদের মধ্যে, চরম অব্যবস্থায় এদের ব্যবহারে দুঃখ পেলে এন এ বি সি তথা সি এ বি-র পক্ষ থেকে আবারও আমরা আপনাদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

উত্তর আমেরিকার বাঙালীরা বঙ্গ সম্মেলনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, কারণ তাঁদের কাছে যে কোন বঙ্গ সম্মেলন দুর্গাপূজার থেকেও বড় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ বছরও মানুষ বহু অপেক্ষার পর জুনের ৩০ তারিখে দর্শকগণ বহু আশা নিয়ে এটলান্টিক সিটিতে বঙ্গ সম্মেলন দেখতে হাজির হয়েছিলেন। আর এ বছর কর্তৃপক্ষ সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য ছাড়া ফুটবল প্রতিযোগিতা, বঙ্গশ্রী ইত্যাদি সহ রসনাতৃপ্তিকারক নানারকম সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আটলান্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত এ মায়ানগরীর ঐতিহাসিক জিম হোয়েলান বোর্ড ওয়াক হলের হাতছানি তো ছিলই।

কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গ সম্মেলনের আয়োজক KPC BHOF শুক্রবার হলটি ব্যবহারের অধিকার পেলেন না। ফলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হল না। সেজন্য তাঁরা কিছু দূরে "সি ভিউ" নামে একটি হোটেলে খুবই অনাড়ম্বরভাবে কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। দর্শকরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালেন।

এবার বঙ্গ সম্মেলন কি ভাবে করা হয়, আপনাদের একটু জানাতে চাই। সাধারণতঃ বঙ্গ সম্মেলন আমেরিকার কোন বাঙালী এসোসিয়েশনকে করতে দেওয়া হয়।

এ বছর KPC BHOF কে করতে দেওয়া হয়েছিল। একবার বঙ্গ সম্মেলন কোন এসোসিয়েশনকে করতে দেওয়ার চুক্তি দিলে সি এ বি-র কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকে না। যদিও সি এ বি ভারপ্রাপ্ত সংঘের প্রতি সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখে। কিন্তু এ বছর ভারপ্রাপ্ত কনভেনার স্বেচ্ছায় সকলকে এড়িয়ে গেছেন, কারও কোন পরামর্শ নেননি, ফলে যা হওয়ার সেটাই হয়েছে, সম্মেলন অব্যবস্থার শিকার হয়ে ধরাশায়ী হয়েছে। ফলে দর্শকগণ বিভিন্ন অব্যবস্থার শিকার হয়েছেন, ব্যবসায়ীরা তিন দিনের ব্যবসার সময় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, স্থানীয় শিল্পীরাও এ বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা পাননি।

তবে এ হেন অব্যবস্থার মধ্যেও যারা নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সকলকে খুশি ও আরামদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে রাখার প্রয়াস করেছেন, সেসব স্বেচ্ছাসেবীদের কথা কেউই উল্লেখ করেননি। এঁরা সকলেই স্বার্থহীনভাবে নিছক বঙ্গ সম্মেলনকে ভালোবেসেই নিজেদের শ্রম, অনেক সময় অর্থদান করে সকলের আবদার বা দাবী (যত অযৌক্তিক হোক না কেন) পূরণ করেন, তাঁরা ভালবেসেই শিল্পীদের আবদার রক্ষা করেন।

শিল্পীরা এ বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও কখনও এরকম নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবীদের কথা তেমনভাবে উল্লেখ করেন না। আর যাঁরা একজন শিল্পীকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে শিল্পী বানিয়েছেন সে সব দর্শক বা শ্রোতাদের অসুবিধার কথাও কেউ কখনও উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। শ্রোতা বা দর্শক ভিন্ন কোন শিল্পী কখনও পূর্ণ হন না। দর্শকদের প্রতিও শিল্পীদের উপেক্ষা লক্ষ্যনীয়।

টি ভি ৯য়ে কিছু শিল্পী জানালেন, তারা আর বঙ্গ সম্মেলনে আসবেন না, কিন্তু শিল্পী হিসেবে সমাজের কাছে আপনাদেরও কী কিছু দায়বদ্ধতা থাকে না ! শিল্পীসত্ত্বার সহনশীলতা ও ঔদার্যের উদাহরণ স্থাপন করে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করা কী আপনাদের পক্ষ থেকেও আমরা আশা করতে পারি না?

টি ভি ৯ এর আলোচনা চক্রে এন এ বি সি-র পক্ষ থেকে শ্রী প্রবীর রায়, শ্রী প্রনব দাস ও শ্রী ইন্দ্রাশিস বসু রায় চৌধুরী কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে বারবার আহ্বায়কের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন।

প্রবীরবাবু বলেন, রাঘব'কে প্রথমে সি এ বি-ই বঙ্গ সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছিল।

যারা নিন্দাবাদ করছেন তাদের অনেককেই স্বেচ্ছাসেবীরা নিজেদের উদ্যোগে খাওয়াতে নিয়ে গেছেন। উত্তর আমেরিকায় সকলেই বিদ্যাসাগরের মত নিজের কাজ নিজেরাই করত অভ্যস্ত।

তাই শিল্পীদের স্যুটকেস, বাদ্যযন্ত্র বহন করে সাহায্য করতেও স্বেচ্ছাসেবীরা কখনও দ্বিধা করেননি।

এদিকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন এমন শিল্পীদের বিরুদ্ধেও নানারকম অভিযোগের তীর ছোঁড়া হয়েছে।

তবে এভাবে কোন গঠনমূলক কাজ হয় না। তাই আশা করছি বিভেদের ক্ষত গভীর না করে আগামী বছর কি করে ভালোভাবে বঙ্গ সম্মেলন করা যায়, শিল্পীরা সে পরামর্শ দিয়ে এন এ বি সিকে আমাদের সাহায্য করুন।

আবারও বলছি, উত্তর আমেরিকার বাঙালীরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীল। আপনারা অনেকেই হয়ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের বাড়িতে থেকেছেন, আমার স্থির বিশ্বাস তাঁরা আপনাদের যত্নের কোন ত্রুটি করেননি।

একটা কথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, শ্রদ্ধাশীলতাই শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। এ বছরের কর্তৃপক্ষও অপমান করার জন্য ২০২৩-র বঙ্গ সম্মেলনে আপনাদের ডেকে আনেনি, অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অনভিজ্ঞ পরিচালকের জন্য এটা হয়েছে।

গত ৪২ বছরের সুখের অভিজ্ঞতা, এক বছরের বিশৃঙ্খলায় শেষ হয়ে যায় না।

অনুরোধ করছি, বিভাজনের খাদ গভীর ও প্রসারিত না করে আসুন একসাথে কাজ করি যাতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনও না হয়। আসুন, আজকের ব্যর্থতা ভুলে পরের বঙ্গ সম্মেলনকে সাফল্যমন্ডিত করি। উত্তর আমেরিকায় বাংলার সংস্কৃতিকে বিশ্বের মাঝে তুলে ধরে বঙ্গ সম্মেলনকে পূর্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করি।

ইতিমধ্যে সি এ বি বঙ্গ সম্মেলনের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছে। সি পি এ দ্বারা অডিট করতে একটু সময় লাগবে জানিয়েছে আমাদের অনুসন্ধান কমিটি। এ কমিটির রিপোর্ট পেলেই আমরা রিপোর্টটি প্রকাশ করব আমাদের সকল সভ্য, সমর্থক ও জনসাধারণের জন্য।

সি এ বি সম্পর্কে দু একটা কথা জানাতে চাই আপনাদের সকলকে। কোভিডের সময় সি এ বি কলকাতা ও মুম্বাই-এর শিল্পী ও কলাকুশলীদের আর্থিক সাহায্য করেছে। আমফানে নিপীড়িত মানুষের জন্যও সি এ বি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। বর্তমানে সি এ বি "মুক্তি" সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে সুন্দরবনের গ্রামে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেছে, সেই সাথে সাধ্যানুযায়ী হারিকেন প্রুফ বাড়ি তৈরী করা শুরু করেছে। এক কথায় সি এ বি আজ শুধু বঙ্গ সম্মেলন নিয়েই নয়, জনহিতকর কাজ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

আগামীতেও জীবনের মূল্যবোধ ও মান উত্তরণের জন্য সি এ বি নিরলসভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে।

আগামী বঙ্গ সম্মেলনে আবার দেখা হবে। ততদিন সকলে ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা ও নমস্কার নেবেন।

মনে রাখবেন, "ক্ষমাবলমশক্তানাম শক্তানাম ভূষণম ক্ষমা। ক্ষমাবশীকৃতে লোকে ক্ষময়াঃ কিম ন সিদ্ধ্যতি।"

The CAB President Mr. Ranadeb Sarkar has issued an apology letter for the recent NABC 2023 event disaster. Members were encouraged to share their ideas and suggestions and he then took that initiative to seek suggestions that reflect a commitment to transparency, accountability, and a collaborative approach from our members to prevent this type of failure in the near future.

President's Letter :

Dear eminent members of the CAB fraternity,

I am certain that by now you all are cognizant of all that went under your heartbeat at the NABC 2023 hosted by the organization KPCBHOF at Atlantic City, New Jersey. I am deeply hurt by the colossal mismanagement of NABC 2023 by its organizers but do not want to shy away from CAB's responsibilities as the orchestrator of Banga Sammelan. I do not want to seek your solace and compassion out of affection for me on a personal level. I would like to put the blame on me squarely being the frontal face as President of CAB in not enabling myself to halt the tidal waves.

I ask for your support to help CAB sustain the crucially needed platform of NABC resuscitated and vibrant. We all need to fight together and preserve the last bastion of our cultural footprint in this country through the communion of our hearts and minds assembled every year at this convention.

Let's turn to the root causes of this debacle, in cohesion, and not in any sequence:

• Selection of Franchisees without proper due diligence – Historically CAB forms a NABC award committee with our senior leaders but the selection of franchisees is not quite done with following up stringent objective criteria such as background checks (event management, financial felonies, grandstanding, etc.) of upcoming Convener, Treasurer, and other key steering committee members of the NABC host organization. On the contrary, friends or acquaintances of the NABC award committee get a shot at hosting the NABC event without complying with appropriate checks and balances to safeguard CAB's interests.

• Sense of hegemony among CAB committee members – We collectively proclaim in the community that CAB is the gatekeeper of Banga Sammelan, and as it implies, can open the vault that can bring fame and fortune to the NABC hosting organizations' leaders. So follows the influence peddling and undesirable culture of patronizing with the award and receipt of NABC hosting rights.

• Flaws with NABC 2023 management – Although NABC 2023 hosting organization formed a key committee of one (1) Convener, four (4) Co conveners, and one (1) Finance manager, the hierarchy started and ended at the top in the control of one person, the convener, or the supreme commander. My deep frustration lies with at least two (2) Co conveners and the Finance Manager who happens to be CAB BOT members. They bought the lies of a pathological liar A.K.A Convener Partha Mukhopadhyay and let him be the ringleader beating the drums to keep the monkeys dancing. It was not until a week before the convention that the hot-air-balloon blew up and the old hands from CAB came to the rescue of the hosting organization both financially as well as logistically to salvage a lost cause. Alas, it was too late and the destiny of NABC 2023 was already written in stone in the graveyard.

Now I would like to outline some strategies I deem fit to salvage our lost pride to make CAB viable again. Disclaimer, these are my personal ideas and need to be vetted in an open forum with your proactive participation. CAB is not mine or the current committee members' personal property. We are put in charge to safeguard your interests with propagating our cultural heritage, and I believe, it's time for our collective resolve to come into play to bring forth CAB to the forefront as the pioneering propagator of Bengali culture in the USA and CANADA.

Here is my suggested TURNAROUND roadmap:

A. In conjunction with proper due diligence as mentioned above CAB will award the NABC hosting rights to an organization with a strong financial balance sheet for the last three (3) years and a cash reserve of at least $250k set aside in an escrow fund that will be released upon satisfactory completion of all payment obligations under contract with major vendors such as hotels, performers, transportation, security, et al.

B. The NABC award committee will be comprised of at least four (4) CAB EC and one (1) CAB BOT member for a term of two (2) years who will source prospective franchisees and verify their credibility with analytics and select one (1) or two (2) suitors. Subsequently, the short list will be presented to CAB EC for their approval as to whom to award the NABC hosting rights.

C. The NABC contract will be awarded contingent upon the host organization's consent with engagement of CAB designated monitors in six (6) key functional areas: Finance, Performer Selection, Program Management, Registration, Hotel, and Hospitality.

D. NABC hosting organizations will be mandated to get a financial review audit and auditor's opinion letter from an independent CPA engaged by CAB at NABC hosting organization's expense within 120 days of completion of the event. This audit report will be subsequently published on CAB's website, and other sites as needed.

That said, I will leave it to your discretion to extend your hands with all suggestive courses of action(s) to show CAB the way forward. Let's not delve into all the blemishes that transpired but work together to restore CAB's place in the history books. Let's create a forum (WhatsApp group) where we all can congregate and share our ideas. We will send you the WhatsApp group information soon but feel free to reach out to me by email if you would like to: RanuSarkar@hotmail.com

Respectfully Yours,

Ranadeb Sarkar

CAB President

The following are some excerpts from patrons in response to the CAB President's personal email sent on July 7, 2023. Please note, there were many more from the WhatsApp group discussion forum but forgive us for not including them here due to a lack of space.

Sudip Guha Roy, *Syracuse, New York*

"I applaud your efforts to reach out to the Bengali community. NABC is our pride and joy and it is heartening to watch how the organization became a business like venture devoid of community participation in organizing the event. The failures at every level look childish giving the impression that 8-year-olds were in charge. I am also concerned about the next event in 2024. I am afraid that Chicago Bengali Association will pay a big price even though they had nothing to do with the pathetic failure. I have the following suggestions: (1) Go to the basics: do we need the extravaganza? We can easily attend Bollywood star performances in any city since most of them come to the US every year. Cut down the cost making the event a true celebration of our precious Bengali culture; (2) Event organizer: Hire a top notch professional to manage the events under the direction of few proven seasoned leaders; (3) Act against the individual (and his patron) so that they are never allowed to come close to any future NABC event. As stated before, NABC is our joy and pride. It gives us a unique opportunity to celebrate our culture with families and friends."

Rahul Ray, *Wayland, Massachusetts*

"I stand behind you firmly in resuscitating NABC. Here are a few suggestions to chew: (1) Change NABC back to Banga Sanmelan. Be proud to be a Bengali organization; (2) Get rid of Bollywood artist event. I raised this issue many times in the past without a clear answer - does bringing Mahadevan, Sonu Nigam, Shreya Ghoshal for example bring more people, money? In other words, is it cost-effective? I don't think so; (3) It is high time that CAB became truly democratic instead of a one-person show. I don't want to name names. You know them all; (4) Perhaps we should get a smaller number of featured artists to give local artists/groups better visibility and breathing room for everyone."

Dhruba Ghosh, *Toronto, CANADA*

"I am from Toronto and attended this year's NABC at Atlantic city. Being a motivated volunteer with experience in managing events, I jumped in to rescue the failed registration system and worked at the from desk standing for hours for 3 days. I missed all the shows, and fun but paid for my registration and hotel. There was not a single computer to locate names, and we did manual work from a printout provided by a so-called board member. At every level there was so much scope to improve. It was like a job from a group of professionals who simply did not care for brand NABC. support your proposal to have stringent selection procedure for future NABC's. And CAB should have a mobile audit team to oversee. Great proposal and liked the way you took everything head on."

Parnab De, *Bowie, Maryland*

"I came to this country in 1999 as a student and started attending NABC since 2004 (Baltimore...since I got a job and moved to Maryland). I have unfortunately not been able to attend all of them since then but tried to attend as many as possible. One issue I am seeing increasingly happen is that we are not sticking to our previous policies. In the previous NABC s we would have only bengali programs or some pure classical programs till closing ceremony and only after that would we have the bollywood star perform. I remember that in my first NABC 2004, Usha Uthup was there, she came to the stage on Saturday and was singing bengali songs, then lot of the audience (including me) demanded her to sing hindi songs, she politely declined and said she will sing them after closing ceremony on Sunday. I understood right then the significance and would like CAB to uphold that standard and keep it the way it used to be."

Mridul Paul, *Atlanta, Georgia*

"The utilization of the power of social media, via WhatApp, was instigated by Pandit Ajoy Chakraborty. I felt outraged that being such a respected senior artist he was non-compassionate and did not try other measures to resolve the issue. Perhaps, Pandit Ajoy Chakraborty displayed his selfishness and destroyed the reputation of the Banga Sammelan. Although I was unable to attend the NABC 2023 due to some family activities, but as a show of solidarity, I plan to attend the conference next year. It is a pride of our Bengali communities in the USA."

Ranjit Roy, *Bloomfield Hills, Michigan*

"My wife and I have been frequent participants in the NABC program ever since it was established in 1981 and have been proud of the entertainment it provided to our Bengali community. It has never happened in the last 42 years and let's hope this was totally out of the normal hosting & management practices. Thank you for soliciting ideas and taking the initiative to correct the situation for future events as I'm looking forward to the event in Chicago which has provided excellent events in the past."

Subrota Mukherjee, *Chicago, Illinois*

"Reference to your note, we Bengalis are equally heart broken and devastated all across US due to the fiasco in NJ. Let's not process that rather let's work on recovery of the process. We the first generation Bengalis who has emotional attachments to NABC (I am one of the founder member of BAGC, Chicago, Vice Chair 1994 Chicago NABC) would like to work together with you all to revive the lost glory and bring back the respect to NABC. If you need any service, support and cooperation, please let us know."

Mahua Bhattacharya, *Elizabethtown, Pennsylvania*

"I am huge fan of NABC and felt bad about the problems at this year's program. But I am appreciative of the hard work that volunteers put in to organize this huge event. It is hard work when one must satisfy so many people. I plan to go to Chicago next year, but the programming needs to undergo a significant upheaval. I love Bengali culture and I feel that NABC is one of the main reasons that allows me to revel in our heritage."

Nirmalya Chatterjee, *Hendeson, Nevada*

"Thank you for your note. NABC has a long history of outstanding work which is why thousands of Bengalis in North America have been attending it. I hope you and your team can bring in good people and get NABC back on the right path. Otherwise, it will be a big loss for the Bengali community."

Rajib Raychaudhuri, *Houston, Texas*

"Thanks for your email. Fully welcome your proposal. With my little experience I am keen to extend any help required by CAB/future NABCs in creating an organization and/or event structure which is professionally executed, free of nepotism, inclusive, and delivers value to thousands of Bengali Americans."

This was the CAB President's message as a follow up to the Facebook post on July 5, 2023, and the personal email message sent to long standing CAB/ NABC patron on July 7, 2023:

Encouraged with your words of support for NABC and suggestions for remedial action, we would like you to know that CAB executive committee and board of trustees have embarked upon a series of measures to enhance the NABC image and restore its lost glory in the hearts and minds of all of us nurturing our rich cultural heritage, and they are as follows:

1. CAB will serve sixty (60) days' notice or the deadline of August 31, 2023, to NABC 2023 Convener to submit all supporting documents of income and expenditures of NABC 2023 to a CAB engaged CPA for a review audit and issuance of an opinion letter about internal control deficiencies and/or any financial improprieties. We anticipate having a CPA audit report and findings available to us by September 30, 2023, which will be circulated to major community organizations and social media here as well as abroad.

2. Revise the contracts awarded to NABC 2024 and 2025 to bring in governance and accountability in seven (7) key areas: finance, registration, hotel, artist selection and program management, SLAV and stage management, Hospitality, and Food. CAB will appoint one person for each area to monitor their operations. The revised contracts will be finalized upon joint discussions between EC and BOT by July 31, 2023.

3. Form a new NABC award committee to award NABC hosting rights from 2026 onwards. This committee will be comprised of five (5) EC members and three (3) BOT members and will be announced shortly. EC President will be the point person but not part of this committee.

Please know these measures are initiated to remedy the root causes of colossal failure of NABC 2023 and pivot on the most urgent tasks on our plate as of now. But be assured, this is just the beginning, and we will adopt many more measures as we strive to keep the flame of NABC glowing in the years to come. We will provide you with periodic updates as we go forward.

অনুগল্প

ইন সিকনেস অ্যান্ড ইন হেল্‌থ

অনন্যা দাশ

পেনসিলভেনিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

নিচের বেসমেন্টের ঘর থেকে শব্দ ভেসে আসছে খট, খট, খটাং। অনিমেষের মেয়ে লিপির ফিজিকাল থেরাপি চলছে। অনিমেষ চোখ বুজে সোফায় বসে ছিলেন। তিন মাস হল বিয়ের ঠিক এক সপ্তাহ আগের গাড়ির দুর্ঘটনাটা লিপিকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। সারাজীবন ওই ভাবেই থাকতে হবে ওকে। ওর বিয়েটা ভেঙে গেছে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আনন্দ রাজি হয়নি বিকলাঙ্গ একজনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে। অথচ আনন্দই নিউ ইয়র্কে লিপির সঙ্গে এনগেজমেন্টের পার্টিতে আজীবন ভালোবেসে যাওয়ার বড়ো বড়ো বুলি আওড়েছিল। বলেছিল 'উই উইল বি টুগেদার ইন সিকনেস অ্যান্ড ইন হেলথ'। গতকাল খবর পেয়েছেন যে সে রমানাথ ব্যানার্জির মেয়ে রুনাকে বিয়ে করছে। লিপির তো আর কোনোদিন বিয়ে হবে না, পঙ্গু মেয়েকে আর কে বিয়ে করবে?

দরজায় বেল পড়তে অনিমেষ উঠে দরজা খুলতে গেলেন। ওঁর স্ত্রী রেখা লিপির সঙ্গে বেসমেন্টে আছে, বেলের শব্দ শুনতে পাবে না।

দরজা খুলে চমকে উঠলেন অনিমেষ। সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই ছেলেটাকে লিপি যখন প্রথম বাড়িতে এনে নিজের বয়ফ্রেন্ড হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল তখন সাঙ্ঘাতিক খেপে গিয়েছিলেন তিনি।

ছেলেটা চলে যেতেই তুলকালাম করেছিলেন। লিপিকে বলেছিলেন, "একে অ্যাফ্রো তার ওপর ক্রিসচান! ওই ছেলে কিনা আমার, মানে অনিমেষ ভট্টাচার্যর জামাই হবে! কখনো না!"

লিপি শুধু বলেছিল, "বাবা, নিক আমাকে সত্যিই ভালোবাসে, সেটাই যথেষ্ট নয় কী? ওর গায়ের রঙ বা ধর্ম কী তাতে কী যায় আসে? তাছাড়া ও একটা ভালো চাকরিও করে!"

অনিমেষ ওর কোনো কথা শোনেননি, চিৎকার করে বলেছিলেন, "সত্যভূষণ চ্যাটার্জির ছেলে আনন্দর সঙ্গে তোমার বিয়ে পাকা করে ফেলেছি আমি। অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাইলে এ বাড়িতে থাকতে পারবে না তুমি আর তোমার কলেজের মাইনে দেওয়াও বন্ধ করে দেবো আমি!"

প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছিল লিপি কিন্তু শেষমেশ অনিমেষের জেদের সামনে হার মেনে নিয়ে নিক নামের অ্যাফ্রো মার্কিনি ছেলেটার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

"আমি ভিতরে আসতে পারি?" নিক নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"এসো, লিপি তো..."

"আমি জানি ওর এখন থেরাপি চলছে। আমি আসলে আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি আজ," মুক্তোর মতন ধবধবে সাদা দাঁতগুলো বার করে অমায়িক একটা হাসি হাসল নিক।

"কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো," লোকের সহানুভূতি আজকাল অনিমেষকে বেশ বিরক্ত করে।

"আমি লিপিকে বিয়ে করতে চাই মিস্টার ভট্টাচারিয়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সব দায়িত্ব নিতে চাই। আশাকরি আপনি আর আপনার স্ত্রী মত দেবেন।"

"লিপিকে বিয়ে?" অনিমেষ যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "তুমি জানো ওর..."

ওঁর মুখ থেকে কথাটা ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেটা বলল, "আমি সব জানি। লিপি আর ওর ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আমি লিপিকে ভালোবেসেছি মিস্টার ভট্টাচারিয়া। ইন সিকনেস অ্যান্ড ইন হেল্‌থ! ও যখন সুস্থ ছিল তখন তো আপনারা আমাকে সুযোগ দিলেন না তাই ও যখন অসুস্থ তখনই সই!"

কবিতা

কবির ছুটি

বীথি চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ / ভারত

বর্ষা স্পর্শ এখনও আকাশ জুড়ে
শরতের আলো ফুটতে অনেক দেরি,
এবার শরৎ আসার আগেই বুঝি
অকূলসিন্ধু পারে চলে যাবে ফেরি।

গায়ে চাপা দেওয়া, খাটে আধশোয়া কবি
জোড়াসাঁকো যেন থমথমে নীরবতা
কে আমি? এলাম কোথা থেকে? কার ডাকে?
এখন কোথায় রওনা হবার কথা?

কে লিখল এত? কে গেল শিলাইদহ?
এত প্রেম ছিল হৃদয়ে অতল হয়ে?
বিক্ষোভ রাগ অভিমান অভিযোগ
পদ্মার জলে ঢেউ হয়ে যায় বয়ে ।

গঙ্গার তীরে সব দিয়ে দিতে হবে
কে কাকে পাঠায় ক-দিনের ছুটি দিয়ে?
শরতের আগে ফুরোবে কবির ছুটি
রোগশয্যায় ভগ্ন হৃদয় নিয়ে।

ছেলেবেলা সেই কুস্তি লড়ার ভোর
ছাদের ওপর আবছা কাদম্বরী;
পদ্মার তীরে বিন্দু বিন্দু গ্রাম
ঢেউ ভেঙে যেন এগোয় জীবন তরী

বালকের সেই প্রথমদিকের লেখা
বক্তৃতা দেওয়া চাবুকের মতো ভাষা,
আশ্রম খুলে কত ধার, কত দেনা
যাত্রী সবাই, শুধু যাওয়া শুধু আসা।

এবার শরতে অপূর্ব আলোছায়া
ফাঁকা পালঙ্ক, টেবিলে চশমা ঘড়ি,
ছবির ওপর ফুলমালা চন্দন...
ঢেউ ভেঙে যেন এগোয় জীবনতরী।

বাগেশ্রী

মৌ সেন
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ / ভারত।

হাত বেয়ে নেমে আসে
মোহময়ী বনজ্যোৎস্না।
আধো অন্ধকারে,
মাথার ওপরে তুলে হাত,
নীলাভ রমণী যেই
এলো চুল উঁচু করে বাঁধে।

রাঁধে কিনা জানা নেই,
তবু তাকে নজর করে
ছুঁয়ে দেখে, দূর থেকে,
একা এক কবি।

আধো অন্ধকারে
মাথার ওপরে তোলা
ধীর লয়... ,
একে একে দুই হাত
ভাস্কর্য মনে হলে
খাতা পেন ছুঁড়ে ফেলে—
কী এক আক্রোশে,

কবি শুধু ভাস্কর হতে চায়।

একা বাড়ি

অদিতি বসু রায়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ/ ভারত

সম্পূর্ণ একা বাড়িতে সন্ধে ভরে থাকে
ঘর যখন জলতরঙ্গ বাজায়, বারান্দায় তখন কান্নাগোপন পর্ব।
রান্নাঘর শূন্য
প্রতিবেশীর দালান থেকে গান ভেসে আসে
ভাতের গন্ধে এলোমেলো হয় পাড়া
আমি জানালার পাশে ঝুঁকে পড়া আলোয় বই খুলি
বহুকাল সকাল হয় না বলে, অন্ধকার জমে থাকে
জামাকাপড় ও এঁটো বাসনের স্তূপে।
পুরনো, ম্লান পর্দারা চোখ মোছে
পাথর হয়ে থাকা মুহূর্ত শেষে,
আজান ওঠে একদিন
তুমি যুদ্ধ-গোলা-তীর ও জন্মের ইতিহাস মিথ্যে করে
কড়া নাড়ো।

বাড়িটা, তখনই সংসার হয়ে উঠে, মঙ্গল ঘট পাতে।

বীর্যের বেদনা

বেনজির শিকদার
নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

যে সকালগুলো দুঃখ নিয়ে আসে
তারে তোমরা কী কও?
কোন নামে ডাকো?
পাখির ঠোঁটে উড়ে যায় যে জীবন;
তার কাছে তোমরা কী চাও?
ছবিখানা; কোন রঙে আঁকো?

বিমূর্ত অন্ধকারে বুকের নোনায় পুষে দাঁড়াশের সঙ্গম;
যে রমণী একলা কাঁদে
বেদনার কলেবরে বাড়ে যার জল
যে ফড়িং হারিয়ে ফেলে কামনার কল্লোলিত সাধ;
বোধের অতীত যে বৈভব
সেই বোধ-বৈভবে দাঁড়িয়ে
বিবেকের বাটখারায় তারে তোমরা কোন দরে মাপো?

ছিঁড়ে ফেলে প্রাচীন অন্তর্বাস
যদি জেগে ওঠে মিথুনরত মহাজাগতিক খুন
বিন্দু থেকে বৃত্ত; আর সুইসাইডাল নোটে লেখা হয় বেহিসেবি জীবনের
যন্ত্রণা!
তারে তোমরা কোন কাতারে ফেলো?

জন্মের পাপে যে দেবদারু বে-শরম, উতলা হয়
যে দুহিতা হারায় যোনীর অধিকার
পানের পাতায় ক্রমাগত লাল হয় যে ঠোঁট;
যে শকুন মুখ দেয় উলঙ্গ ভাগাড়ে
আলগোছে চেটে খায় কমিনের গতর;
কালশিটে লেগে থাকা আফটার সেভের দায় যে পুরুষের
আঁধার মিলিয়ে গেলে তারে তোমরা কোন চোখে দেখো?

মিটিয়ে প্রাগৈতিহাসিক ঋণ,
যে প্রদীপ নিভে যায়;
অণ্ডকোষ বিবর্জিত ঘোড়সওয়ারের থাবায়!
যে ভাঁটফুল পড়ে থাকে নিত্যকার জ্বরে
ডিঙিয়ে পৃথিবীর চৌকাঠ;
যে মেঘ চলে যায় অন্তহীন ভোগে
যে শহর ঘুমায় না বহুকাল;
গাঢ় জিঘাংসায়;
উরু বেয়ে নেমে আসা লালরক্তে পিঠচাপড়ে হাসে!
যে বোঝে না বীর্যের বেদনা
প্রেমময় নাভীর অল্প আবেদন।
প্রত্যাখ্যানের হাহাকারে তারে তোমরা কী দণ্ড দেবে?

পৃথিবী দেয় যারে জাগতিক সুখ
বুকের ওমে সাজায় মিছিলের পারিজাত পথ
থরথর কেঁপে ওঠা না-বলা তিয়াস
সাঁতরে পার হয়ে অবগুণ্ঠনের ঠোঁটকাটা গাঙ
পেয়ে গেলে বিশুদ্ধ রথ;
ক্ষীণ আয়ুরেখায় যে রমণে রাত হয় ভোর
অনার্য কর্ষণের তীব্রতায় তারে তোমরা কত দামে যাচো?

যে মাটি ভুলে যায় উষ্ণতার শপথ!
যে দোয়েল শিস দেয় অহেতুক অনাচারে
যে মানুষ চূড়ান্ত ব্যর্থতায় ধারণ করে
জগতের সমুদয় সফলতার ঘ্রাণ;
কিংবা খেয়ে নিলে অচ্ছুৎ অচিন বাগডাসায়;
যে পুরুষ মরে যায় নারীর পদতলে
যে নারী বিলীন হয় নোঙরহীন পুরুষের আদিমতায়
অনন্ত খরায় যে কবির শুকিয়ে যায় কাব্যশস্যমাঠ;
বীভৎস সময়ের তটরেখায় দাঁড়িয়ে
তার কাছে তোমরা কোন মহাকাব্য প্রত্যাশা করো?

ধারাবাহিক

বড়ো গল্প

নিশি

পর্ব-৩

সাহানা ভট্টাচার্য্য
মেরীল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ছবি : দেবাশীষ রায়

মজবুত তালাটা ভেঙে ট্র্যাপডোরটা খুলতে আমার এতটুকুও সাহস হচ্ছিলো না, সত্যি বলছি। নেহাত কাইল ডানহাতে বেসবল ব্যাট নিয়ে আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আমার বাঁ-কাঁধের ওপর ওর বাঁহাত দিয়ে ছুঁয়ে আছে বলে 'কপালে যা থাকে' বলে খুলে ফেললাম। আসলে ভেতরে যদি কোনো জায়গায় আলো না থাকে, যদি আলো কাজ না করে! একজনকে হাতে টর্চ নিতে হবে, আরেকজনকে অস্ত্র। কাইলকে এগোতে দিলে ব্যাট আমায় ধরতে হতো, আর আমার যা গায়ের জোর, তা দিয়ে আমি ব্যাট চালিয়ে ভূত তাড়াবো - এতটা ভরসা আমার বেস্টফ্রেন্ডও করবে না। সেদিন বাগানে এই ট্র্যাপডোরের সামনেই অন্ধকারে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। ট্র্যাপডোরের দরজাটা মাটির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোণে, ম্যানহোলের চেয়ে একটু বড়, অনেকটা হ্যারি পটারের সিনেমার চেম্বার অফ সিক্রেট-এর দরজার মতো। দরজা ঘিরে কাচ বসানো, যাতে নীচের অংশে এই স্কাইলাইট দিয়ে বাইরের কিছু আলো ঢোকে। দরজা খুলে দেখলাম ভেতরে ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে। স্কাইলাইট নিঃসন্দেহে ভেতরে স্বাভাবিক আলোর বন্দোবস্ত করবে অন্তত কিছুদূর, কিন্তু এই সিঁড়ি দেখে ভয়ে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। আমি ফুঁপিয়ে উঠতে আমার কাঁধে ছুঁয়ে রাখা কাইলের হাত কম্পন টের পেয়ে বললো 'ইটস ওকে সাহানা, লেটস ক্লোজ দিস ফর টুডে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। ইটস ওকে টু বি স্কেয়ার্ড।'

মালি জেকব আইরিশ-আমেরিকান, বছর পঞ্চান্ন বয়সের লম্বা রোগা চেহারার রোদে-পোড়া তামাটে-শ্বেতাঙ্গ গোমড়ামুখো মানুষ, আসে প্রতি রবিবার। বাগানে যতরকম সুদৃশ্য ফুল ফোটানো সম্ভব, সবরকম ফোটায়। ওর পেছন পেছন ঘুরতে গিয়ে বাগানে ট্র্যাপডোরটা দেখেছিলাম গত রবিবার। জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় যায় এটা! জেকব অত্যন্ত গোমড়ামুখে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল - 'মাটির নীচে যখন, এটার কানেকশনটা বেসমেন্টেই হবে। আমার ঠিক জানা নেই।'

সাহসে ভর করে বেসমেন্টে কি আছে জানতে দিনের বেলা নেমেছিলাম রবিবারেই। সেদিন অবশ্য আমি একাই ছিলাম। বেসমেন্ট-এর দরজায় ভারী একটা চেয়ার বসিয়ে গেছিলাম, যাতে দরজাটা কোনোভাবেই বন্ধ হয়ে না যায়। বেসমেন্ট বলতে আমার যা ধারণা ছিল, আরেকটা স্টোরেজ গোছেরই কিছু হবে! নীচে নেমে আমার চক্ষু চড়কগাছ। বেসমেন্ট একেবারে গভীর, ছাদ মাথার চেয়ে অনেকটা উপরে। প্রচুর আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা। সব আলো জ্বালিয়ে প্রতিটা পদক্ষেপে খেয়াল রাখছিলাম মোবাইল এর নেটওয়ার্ক আছে কিনা। বেসমেন্টটা যেন পুরো একটা সংসারপাতা, খালি সবকিছুই ধুলোধরা ধূসর কাপড়ের ঢাকনায় মোড়া—এ যেন একটা আজব গৃহসজ্জা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রথমেই একটা পুরোনো পিয়ানো রাখা। ব্যাস, আমি আর পিয়ানো—এ জিনিষ দেখার লোভ তো ভূত এলেও সামলাতে পারবোনা! ভাগ্যিস মাস্ক ছিল পকেটে! মুখে মাস্ক দিয়ে ধুলোভরা ঢাকনা সরিয়ে দেখি ম্যাপল কাঠেরই পিয়ানো, প্যাঁচালো পায়া, বাবাগো এও তার মানে অর্ডার দিয়ে বানানো! এদের কত পয়সা! কাঠের কারুকার্য করা কবাট খুলে দেখি তার গোটাদুই রিড ভাঙা। ভয়েভয়ে টুং করে একটা রিড টিপে বুঝলাম টিউনিং একেবারে নেই। পিয়ানোর পাশে বিশাল সোফাসেট, আমি আর কাপড়ের ঢাকনি সরালাম

না! সোফাসেটের মাথায় বেসমেন্টের ছাদে এক মাঝারি সাইজের ঝাড়লণ্ঠন, গোটা পাঁচেক বাল্ব জ্বলে, কাচের কারুকার্য করা। বেসমেন্টেও এক প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেস বানানো, আর অন্যদিকে রীতিমতো বার কাউন্টার বানানো, তার পাশের টেবিলটা ঢাকনি সমেত হলেও অভিজ্ঞচোখ নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে যে ওটা বিলিয়ার্ড টেবিল। বুঝলাম এখানে রীতিমতো অতিথিদের থাকার বা আড্ডা দেওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্যই বানানো। এসব ছাড়িয়ে এখানে যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়লো সেটা হল একটা ভাঙা ডগহাউস, তার পাশে রাখা একটা ছোট্ট রাবারের বাথটাবের মতো দেখতে রঙিন টাব, যাতে জল জমিয়ে ডগপার্কে বসিয়ে কুকুরদের স্নান করাতে দেখেছি ম্যানহাটানে। আরো কয়েকটা টুকটাক খেলনা যেগুলো পার্কে মানুষের ছানাদের খেলতে দেখেছি, আবার ডগপার্কে কুকুরছানাদেরও খেলতে দেখেছি। তার ঠিক পেছনের ইঁট-বের-করা ডিজাইনের রঙের দেওয়ালে সুবিশাল ফ্রেমে বাঁধানো একটা আলসেশিয়ান কুকুরের ছবি - তেলরঙে আঁকা! ছবির ফ্রেমটা তিনতলার সিঁড়ির নকল মোনালিসার ছবির সাথে ম্যাচিং, সাইজটাও একই, এমনকি হঠাৎই খেয়াল হল তিনতলার সিঁড়ির দেওয়ালের ছবির ফ্রেমের পেছনের ওইটুকু অংশও তো ইঁট বেরকরা রঙেরই ডিজাইন! বুঝলাম হয়তো একই সময়ে একই চিত্রকরকে দিয়ে আঁকানো হয়েছিল। ছবিটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। ছোটবেলায় আঁকা শিখতাম, জলরংটাই কোনোমতে কায়দা করে উঠতে পারিনি বলে আজও খুব ইচ্ছে করলে পেন্সিলেই কাজ সারি। এই জাতীয় পোর্ট্রেটে তেলরঙের নিখুঁত আঁচড় আমায় দারুণ ভাবায়, মুগ্ধ করে। ছবিটা আমায় বড় আকর্ষণ করলো! মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে গেলাম ছবিটার দিকে। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম মনুষ্যজগতের ভাষা না-জানা প্রাণীর চিত্ররূপেও ফুটে ওঠা ওই বাঙ্ময় চোখদুটো। শিল্পীরা সত্যিই ঈশ্বরের রূপ! কবে কোথায় এ কুকুর কি নামে কার কাছে আদর খেয়ে বেড়াতো কে জানে! ওই দুচোখে শিল্পীর তুলিতে তার আদুরে মালিকানা নিখুঁত ফুটে উঠেছে! কতক্ষণ ধরে অবাক হয়ে ছবিটা দেখেছি মনে পড়ে না, কারণ এই অবধি কোনো অস্বাভাবিকতা খেয়াল হয়নি। হঠাৎ একটা অস্বস্তি হতে লাগলো, কারণ তেলরঙের ছবির চোখের মণি কি এতো জীবন্ত হয়? শিল্পীর এতো সাংঘাতিক নিখুঁত হাত! চোখের এতো দীপ্তি তো হাই রেজোলুশন ক্যামেরায় তোলা ছবির মতো! কে শিল্পী, তাঁর সই খুঁজতে গিয়ে যে বিষয়টা আমায় কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডে হঠাৎ দরদর করে ঘামিয়ে দিলো, তা হলো - এই ধূলিধুসর বেসমেন্টে যেখানে অন্যসব জিনিসে ধুলো, এমনকি শিল্পীর করা সইয়ের নিচের ফ্রেমেও জমে থাকা ধুলো, সেখানে এই ছবির কাচে একচিলতে ধুলোও জমেনি কি করে? নিশ্চয় ডোরা এসেছিলো গতকাল, আমি তো ডিসি গেছিলাম, জানতে পারিনি, নিশ্চয় এখানে এসে প্রিয় কুকুরের ছবিটার ধুলো ঝেড়ে দিয়ে গেছে—এটা মনে মনে নিজেকে বিশ্বাস করিয়ে তিনলাফে সিঁড়িতে পৌঁছে হুড়মুড়িয়ে উপরে উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম গত রবিবার।

প্রথম সপ্তাহে মঙ্গলবারে গোঙানি আর দ্বিতীয় সপ্তাহে মঙ্গলবার মানুষের ছায়া দেখা ছাড়াও বেশ কয়েকবার মনের ভুল ভেবে যে অস্বস্তিগুলো টের পেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম, তার বেশ কয়েকটা ছিল এরকমই। রান্নাঘরে চিকেন রান্না করতে করতে হঠাৎ মনে হতো কেউ গন্ধ শুঁকছে! আশ্চর্যভাবে, মাছ বা নিরামিষ কিছু রান্না করলে এই অনুভূতিটা একদিনও হতো না! ল্যাপটপ যেহেতু সঙ্গে নিয়ে ল্যাবে যাই, সদর দরজা মনে করে লক করলেও আমার শোবারঘরের দরজা এমনি ভেজিয়ে রেখে যাই, তেমন বিশাল দামি কিছু তো আর ঘরে নেই! সেদিন ল্যাব থেকে ফিরে দেখি দরজাটা ফাঁক হয়ে রয়েছে, হাট করে খোলা না। ভেতরে সব জিনিস তো ঠিকঠাকই, খালি দেখি আমার ওয়াক-ইন ক্লোজেটের ভেতরে লন্ড্রিব্যাগটা উল্টানো, কিছু জামাকাপড় মেঝেতে পড়ে, তার ওপর কেউ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকলে তার চাপে যেমন কাপড়গুলো গোল হয়ে দেবে যায়, তেমনি হয়ে রয়েছে। দীর্ঘ নয়বছর আমি এক বেড়ালের সাথে বসবাস করেছি। পোষ্যদের মেজাজ এমন হয়, যেন বাড়ি তাদেরই, মানুষেরাই তাদের দয়ায় থাকে। আমার জামাকাপড়ের ওপর এমন কুণ্ডলী পাকিয়ে

ঘুমিয়ে উঠে এরকম গোল চ্যাপ্টা ছাপ রেখে যেতে বহুবার দেখেছি, তবে এই গোলটা বড়, আরো বড় কোনো ভারী প্রাণীর।

বাগানের ঘটনাটার পরে পুলিশদের সামনে আমার চরম বেইজ্জতি হয়ে যেত সেদিন। অবাক হয়ে দেখলাম কাইল বেমালুম আঙ্কা মার পক্ষ নিয়ে পুলিশকে বললো ও-ও নাকি বাগানে মানুষ দেখেছে। পুলিশেরা খানিক অবিশ্বাসের চোখে আমাদের দেখে চলে যাওয়ার পরে আমি সাংঘাতিক ভয় পেয়ে কাইলকে জানাতে বাধ্য হই বিষয়গুলো। দেখলাম ও অবাক হল না, বরং স্বস্তি পেল। সারা বাড়িতে কার্পেট পাতা, তাই চট করে শব্দ হয়না, কিন্তু ও নাকি বেশ কয়েকবার লিভিংরুমের টেবিলের পায়ায় নখরযুক্ত থাবার আঁচড়ের শব্দ পেয়েছে। বন্ধ ফ্রিজারের মধ্যেও নাকি একবার ও ধাক্কার শব্দ পেয়েছিলো, ডালা খুলে দেখেছে সব খালি। সপ্তাহে দুদিন করে ওর নাইট ডিউটি থাকে। ওর বাড়ি থাকার রাতগুলোয় অবশ্য কোনো শব্দ ও টের পায়নি। কানে হেডফোনে সারাদিন গান শোনে ও, হেডফোনের গোলমাল মনে করে শব্দ শোনার বিষয়টা উড়িয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু ও-ও যে অস্বস্তিটা টের পেয়েছে এ যাবৎ, তা ও বললো 'সিমস লাইক আই এম বিয়িং অবসার্ভড'। আমি এ বাড়িতে আসার আগে ও নাকি একদিন রাতে দোতলায় বসে বন্ধুদের নিয়ে হুইস্কি খাচ্ছিলো। সেদিন নাকি হঠাৎ ওর কোনো এক বান্ধবী বাথরুমে যেতে গিয়ে অন্ধকারে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে পেয়েছিলো। সবাই হুইস্কি খেয়ে মনের ভুল ভেবে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো। আমি ওকে ট্র্যাপডোর আর বেসমেন্টের ছবির ঘটনাটা জানাতে ও আমায় বললো—চলো আগামী শনিবার ট্র্যাপডোরটা খুলে দেখবো কি আছে'। একটা শান্তি হয়েছিল এটা ভেবে যে, এই রহস্যে আমি আর একা নই। এবার কাইলও আমার সঙ্গী। বলেছিলাম ট্র্যাপডোর তালাবন্ধ, ভাঙলে যদি ডোরা সিকিউরিটি ডিপোজিট ফেরত না দেয়! কাইল বললো - একটা নতুন তালা কিনে দিয়ে যাবো নাহয়, কিন্তু এ অস্বস্তি নিয়ে বাঁচা যায় না।

মনে প্রচন্ড সাহস এনে ঘোরানো সিঁড়িতে পা বাড়ালাম।

(ক্রমশঃ)

রম্যরচনা

র‍্যাগিং

ড. কোহিনূর কর।

অ্যারিজোনাতে একটি রিসার্চ সেন্টারের প্রধান এবং অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে স্নাতোকত্তর স্তরের অধ্যাপক ও উপদেষ্টা।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলে ফ্রেশার হয়ে প্রথম পনেরো দিন যেসব অভিজ্ঞতা হয়েছে তারই গল্প দুই বন্ধুর মধ্যে। সেদিন ছিল রোববার; তার মানেই হ'ল দুজনের চুটিয়ে আড্ডা। মাঝে মাঝে মা'র হাতের গরম বেগুনি আর চা।

- ও হ্যাঁ, র‍্যাগিং-এ কী কী করেছিল একটু বল্।

- আর বলিস্ না, সিনিয়ররা যা জ্বালিয়েছে!

- আরে বল্ না কী করতে হয়েছে তোকে?

- একদিন কোনোরকমে সকালের ক্লাস করে হস্টেলে ফিরছি স্নান-খাওয়া সারতে। পথের মধ্যে আমায় ধরল কয়েকজন সিনিয়র। পাশেই মাঠের মধ্যে একটা কালো গরু ঘাস খাচ্ছে। অমনি একজন বলে উঠল, "এই যা তো ওই গরুটার পিঠে ওঠ্ আর কল্পনা কর যেন ঘোড়ায় চড়ছিস্।" আমি তো প্রথমেই ঘাবড়ে গেলাম, ধারালো শিং-ওয়ালা একটা গাই গরু। কাছে যেতেই পেছনের পা দুটো ছুড়তে লাগল। অনেকটাই চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আমাকে সে দেয়নি।

- হাঃ হাঃ হাঃ, তোকে কী মুরগি-টাই না করেছিল!

- আর কী করেছিল, বল।

- হ্যাঁ বলছি, তবে হাসিও পায় আর খারাপও লাগে। যেমন ধর সবে লাঞ্চ করে একটু ঘরে ঢুকেছি, বিকেলে আবার ক্লাস। ধরল এক সিনিয়র। বলল , "এই শোন, ঘরটা কত-বাই-কত মেপে বল তো, চটপট করবি।" আমি কাঁচুমাচু হয়ে , "কী দিয়ে মাপবো?" উত্তরে নিঃশব্দে ধরিয়ে দিল একটা দেশলাই কাঠি।

- বলিস কী!

- অবাক হচ্ছিস? আমাকে দিয়ে হামাগুড়ি করে পুরো ঘরের লম্বা-চওড়া মাপালো।

- তারপর?

- তারপর আর কী? কত কাঠি বাই কত কাঠি সেটা মনে রেখে কাগজে লিখলাম, আর প্রত্যেকটা কাঠির মাপ দিয়ে ভাগ করে উত্তর দিলাম। তবে ছাড় পেলাম সে যাত্রায়।

- সাঙ্ঘাতিক তো!

- আর বলিস না। এতো গেল। একদিন ধরল থার্ড ইয়ারের কিছু ছেলে। প্রথমেই, "ইঞ্জিনিয়ার হতে এসেছিস, ভালো বউ লাগবে তাই তো?" ভিরমি খেয়ে ভাবছি কোনটা বললে পার পেতে পারি। বললাম, হ্যাঁ, মানে... সঙ্গে সঙ্গে একটা সাদা কাগজের পাতা ছিড়ে পেনসিল দিয়ে বললে, তোর কেমন মেয়ে পছন্দ সেটার ছবি আঁক।

- মাই গড!

- কোনওরকমে একটা ছবি দাঁড় করালাম। এবার , "তোর বাড়ির ঠিকানা বল।" বললাম। ব্যাটা কোত্থেকে একটা খাম এনে দিয়ে , "লেখ তোর বাবার নাম আর ঠিকানা।" আমি জানতে চাইলাম, এটা কী হবে? উত্তর এল , "এই তোর হবু বউ-এর ছবিটা খামে ভরে তোর বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব। স্ট্যাম্প আছে আমার কাছে, তোর চিন্তা নেই।"

- হাঃ হাঃ হাঃ

- জানতাম ওটা আমাকে চমকানোর জন্যে, কিন্তু ভাব কত চাপ ছিল?

- আরও কিছু র‍্যাগিং-এর গল্প বল শুনি।

- অনেক গল্প, বলে শেষ করতে পারবো না রে। শীতের দিন আমি আর আমার রুম-মেট গলায় মাফলার জড়িয়ে কিছু একটা করছি। হঠাৎ এক সিনিয়র এসে বলল, "আজকের কাগজটা আমার পড়ার সময় হয়নি। তুই হেডলাইনগুলো পড়ে শোনা।"

- তুই পড়লি?

- শুধু পড়া! আমাদের দুটো মাফলার খুলে নিয়ে একটা আমার বাঁ-হাতে অন্যটা আমার ডান-হাতে বেঁধে অন্য মাথা দুটো দাদা নিজে ধরে রেখেছে।

- তারপর?

- আমাকে বুঝিয়ে দিল, কাগজ পড়ার সময় ডান-হাতে টান পড়লে বলতে হবে "কিচি" আর বাঁ-হাতে টান পড়লে বলতে হবে "মিচি"। এবার বোঝ ঠেলা। আমি কাগজ পড়ছি, আজ মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বিশেষ "কিচি" বৈঠক , অনেক "মিচি" রদবদলের আশঙ্কা।

- হাঃ হাঃ হাঃ খুব রসিক দাদা তো!

- রসিক হলে কী হবে; মুখে হাসি আনবার জো নেই।

- কেন?

- দু'হাত দিয়ে ভালো ক'রে মুখ মুছে হাসিটা পকেটে পুরে তারপর আমাদের এগুলো করতে হয়েছে।

নিবন্ধ

আজীবন দীর্ঘ পরবাসে

সাহিত্যপাঠ

দীপেন ভট্টাচার্য

জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষক, ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

'আজীবন দীর্ঘ পরবাস' কথাটা শঙ্খ ঘোষের। বলছেন, 'আমাদের সকলেরই মনের মধ্যে একটা জায়গা আছে, যেখানে আমরা একান্ত নিঃসঙ্গ।' বলছেন, আমাদের সামাজিক ব্যস্ততা থেকে যদি সরে আসি, একাকিত্বে 'মনে হতে থাকে, কিছু যেন করার কথা ছিল কিন্তু করা হয়নি, কিছু যেন দেবার কথা ছিল দেওয়া হয়নি, কিছু যেন পাওয়ারই কথা ছিল তবু পাওয়া হয়নি।' শঙ্খ ঘোষের কথা অনুসরণ করে বলি, তারপর পৃথিবী জুড়ে যখন সন্ধ্যা নামে আমাদের মনে হয় দেরি হয়ে গেল, বড্ড দেরি হয়ে গেল। অশুভ অসুখে যখন বন্ধুরা অকাল প্রয়াত হয়, বলি, কেন নিয়তি এমন নিষ্ঠুর—আমার সঙ্গে তাকে আর দুটো দিন দিলে না।

এরকম সময়ই এখন, ঘাতক ভাইরাস, ধ্বসমান অর্থনীতি, শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ পথপরিক্রমা- শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে, মৃতপ্রায় গণতন্ত্র, বর্ণবাদ ধর্মবাদ গোষ্ঠীবাদে বিবর্ণ বিভক্ত সমাজ, জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ—তার মধ্যে বলি, দেরি হয়ে গেল। এই মানুষদের আমরা আর ফিরে পাব না, এই সময় নষ্ট হল।

গত কয়েক বছরে ভাইরাসের আঘাতে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলেন বহু পথের দিশারী, তাঁদের ভালো করে জানার আগেই জীবনের রেলগাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পালিয়ে গেলেন, সবার নাম লিখতে গেলে অতৃপ্তির বোঝা আরো বাড়বে। তবু এর মধ্যে, দেরি হবার আগে, আমরা সৃজন খনির কাজ করে যাই, কত মানুষ তাঁদের পরবাসের কথা লেখেন, সেই লেখা পাথর থেকে খোদাই করা লেখা, আমাদের গল্পের মিউজিয়ামে হয় তার ঠাঁই। সেই দুর্যোগে আমরা সবাই ছিলাম পরবাসী, ঘরের কোনায় আত্মগোপন করেও। সেই পরবাসের সূত্র ধরে মানুষ আয়োজন করছে অন্তর্জাল আলোচনা, এই ধরনের আলোচনা সারা পৃথিবীর বাংলাভাষীদের এক করছে। স্থল ও জলের বিভাজন ছাড়িয়ে, এক বিষণ্ণ অতীতকে পেছনে ফেলে, শ্রোতারা কোনো নতুন ভবিষ্যতের আশায় উদ্বেলিত হলেও হতে পারেন।

শঙ্খ ঘোষ আরো বলছেন, 'কোনো এক চির-আকাঙ্ক্ষার দিকে নিরন্তর এগোতে এগোতে চির ব্যর্থতাতেই ভরে থাকে মন, সমস্ত জীবন জুড়ে নিজেকে মনে হতে থাকে বিচ্ছিন্ন ও পরবাসী—এ হল ব্যক্তির সঙ্গে জগতের এক পরবাস-সম্পর্ক। এ বোধে যে পৌঁছেছে, আজীবন তার দীর্ঘ পরবাস।' ঘাতক জীবাণু, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, ঘাতক যুদ্ধ হয়তো এই বোধকে আরো গভীর করছে, কিন্তু পরবাসের এই বোধ ঋণাত্মক নয়, এই বোধ আত্মচেতনার। দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকি না কেন আমাদের জীবন এক পরবাসের।

এই ক্ষরিত উদ্বিগ্ন সময়ে এরকম পৃথিবীতে কি সাহিত্যের জায়গা আছে? প্রতি মুহূর্তে আমরা যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তাতে কি নিশ্চিন্ত মনে পাঠের সুযোগ আছে? নাকি এখনই গল্পপাঠের সময়, মাথা ঠান্ডা করে, সমস্ত দুশ্চিন্তা দূরে রেখে শান্ত মনে গল্পের নিবিড়তায় আচ্ছন্ন হবার সময়? যে অসহায়তা আমাদের গ্রাস করছে তাকে স্বীকার করেও মনের মধ্যে অন্য ধরনের দুর্গ গড়ার সময়। ভয়ানক সময় চিরায়ত চিন্তারও জন্ম দেয়—হেমিংওয়ে বা কাম্যুর রচনা থেকে আমরা তাই শিক্ষা নিতে পারি। কিংবা অতীন বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। হেমিংওয়ে বলেছিলেন, সাহিত্যসৃষ্টির জন্য 'তোমাকে শুধু একটি সত্য বাক্য লিখতে হবে।' পাঠককে এই সত্যকথন চিনে নিতে হবে, সেই চিহ্ন পৃথিবী নামের অলৌকিক মহাকাশযানে সব পাঠককে করবে একই সুখ -দুঃখের সাথী, আশঙ্কামুক্ত দিনের পথের অভিযাত্রী।

প্রবন্ধ

ভাগ্যবিধাতা

রূপা মজুমদার
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

সুভাষচন্দ্র তখন তিনি নিতান্তই তরুণ। প্রেসিডেন্সির ছাত্র।

ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছেন, আর্টস নিয়ে। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে।

গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সুভাষচন্দ্রের 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইতে আছে সে-বিবরণ।

তখন তিনি পথ হাতড়াচ্ছেন, কে হবেন পথপ্রদর্শক । মনে অস্থিরতা, দোলাচল। সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা অবশ্য সুখের হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানিয়েছিলেন পল্লি-উন্নয়নের কাজে। অনেক স্বপ্ন-প্রত্যাশা নিয়ে সুভাষ বসু স্ববান্ধব গিয়েছিলেন। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত না করে পল্লি-উন্নয়নে সময়-ব্যয় তাঁদের পছন্দ হয়নি। খানিক আশাহত হয়ে, ব্যর্থ মনোরথে শান্তিনিকেতন থেকে তাঁরা ফিরে এসেছিল।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার মুগ্ধ পাঠক ।

বঙ্গদেশে রবীন্দ্র-স্বীকৃতির ঘাটতি সুভাষচন্দ্রকে পীড়িত করেছিল। দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে লিখেছিলেন, 'আমরা কী অদ্ভুত, আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই।' বিলেতে রবীন্দ্রনাথকে তখনই স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছেন, অথচ এদেশে তাঁকে ঘিরে তখনও কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। দাদার কাছে মনের ক্ষোভ উগরে দিতে একথা তিনি লিখেছিলেন, নোবেল পাওয়ার আগের বছর।

বছর দুয়েক পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে প্রেসিডেন্সি কলেজে। সুভাষচন্দ্রকে কলেজ কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেন । ওটেনের বিদ্বেষমূলক আঙ্গ চরণ, সেই কুৎসিত আচরণের প্রতি ইংরেজ সরকারের সমর্থন রবীন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করেছিল। তিনি 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'-এ। দ্রুত ইংরেজি অনুবাদ ছাপারও ব্যবস্থা হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'মডার্ন রিভিউ'তে। ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেনি কবি। তদানীন্তন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের কাছে তর্জমাও পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন ছাত্রদের সম্পর্কে কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ইংরেজ সরকার পুরো বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাববেন। বাস্তবে অবশ্য তেমন হয়নি। সুভাষচন্দ্রের উপর কলেজ কর্তৃপক্ষের খড়্গহস্ত হওয়ার ঘটনা আমাদের অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগের এসব সূচনাপর্বের কথা।

এক সময় পরস্পরের সম্পর্ক যথেষ্ট অম্লমধুর ছিল। সিটি কলেজের ছাত্র ত্রাবাসে সরস্বতী পুজোকে ঘিরে এক সময় প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁর ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'সুভাষ বোস অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে বসেছে'।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করেও সুভাষচন্দ্র চাকরি করবেন না, দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন, সেই ভাবনা থেকেই তিনি জাহাজে স্বদেশ ফিরছিলেন। চোখে স্বপ্ন, মনে দেশমাতৃকাকে বন্ধন মুক্ত করার অঙ্গীকার। ভারতে ফেরার পথে 'মোরিয়া' জাহাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আকস্মিক তাঁর দেখা হয়ে যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ। সুভাষচন্দ্র খুবই পুলকিত হয়েছিলেন। ভাসমান জাহাজে পরস্পরের মধ্যে আলাপচারিতাও হয়েছিল। ইংরেজের বড় চাকরি নয়, দেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ

করতে চাই, এক তরুণের মুখে একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজির কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্রেরও মনে হয়েছিল, গান্ধীজির পরামর্শ জরুরি, পথ দেখাবেন তিনি। বোম্বাই বন্দর নেমে সেদিনই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় গান্ধীজির। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কথা বলেছিলেন গান্ধীজি। তাঁর নির্দেশানুযায়ী কাজ করার

পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ক্রমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের কাছে 'গুরু' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দেখানো পথ ধরেই তিনি পথ হাঁটতে চেয়েছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের সম্পর্ক যে খুব মধুর ছিল, তা নয়। 'নারায়ণ' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। আবেগময় রবীন্দ্র-স্তুতি নয়, কঠিন-কঠোর আক্রমণই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। হয়তো সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশবন্ধুর শিষ্যতুল্য সুভাষচন্দ্রের তখন তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নির্দেশে সুভাষচন্দ্র জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেসময় একবার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ হয়নি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণের পরিবর্তন হয়। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। সে-চিঠিতে তিনি দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প-ভাবনা নিয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মতামত জানিয়েছিলেন। চিঠিটি পড়ে দিলীপ রায়ের ভালো লেগেছিল। সুভাষচন্দ্রের ভাবনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তৎক্ষণাৎ চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি পড়ে সুভাষচন্দ্রের প্রশংসা করে দিলীপ রায়কে লিখেছিলেন,

'সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর—এই লেখার ভেতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌছবে এমন আশা করা যায় না...।'

রবীন্দ্রনাথ বিলেতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতার মেয়র। দ্রুত তারবার্তা পৌঁছে গেছে কবির কাছে। কবির অসুস্থতা নিয়ে সুভাষচন্দ্র উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে আরোগ্য কামনা করেছেন।

তার অনেক পরে।

সুভাষচন্দ্র তখন অসুস্থ। চিকিৎসার প্রয়োজনে ভিয়ানায়। অসুস্থ শরীরে মন দিয়েছিলেন বই লেখায়। বইটির নাম 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'। বইটি লেখা শেষ হওয়ার পর পরম নির্ভরতায় রবীন্দ্রনাথকে ভিয়েনা থেকেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। প্রকাশিতব্য বইটির ভূমিকা বার্নার্ড শ বা এইচ.জি. ওয়েলস্ যদি লিখে দেন, তাহলে 'খুব সুখী ও সন্তুষ্ট' হন, এই মর্মে রবীন্দ্রনাথের 'সাহায্য' চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। 'পরম শ্রদ্ধাষ্পদেষু' রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির শুরুতে সবিনয় তিনি লিখেছিলেন, 'একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, আশা করি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।'

প্রত্যুত্তরে সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়ে লিখে ছিলেন, 'বার্নার্ড শ কে আমি ভালো মতো জানি তোমার বইয়ের পূর্বভাষণ লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করিনে। করলেও ফল হবে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পাণ্ডুলিপিখানির এক কপি তুমি নিজেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেখতে পারো । এতদিনে সংবাদপত্রযোগে নিশ্চয় তিনি তোমার পরিচয় পেয়েছেন।'

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই স্পষ্টবক্তা। নিজের অক্ষমতার কথা স্পষ্ট করেই সুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন তিনি।

জানার পর সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সামান্যও বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়নি। তিনি ঠিক করলেন, অন্য কাউকে দিয়ে নয়, নিজেই নিজের বইয়ের ভূমিকা লিখবেন। লিখেওছিলেন।

ও-দেশ থেকে যথাসময়ে বইটি প্রকাশিত হয়। বই বের হলেও এ-দেশে আসেনি, বইটিকে নিষিদ্ধ করেছিল ভারত সরকার।

নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রর গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই বহু ক্ষেত্রে তাঁকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষচন্দ্র তখন কারারুদ্ধ। কারারুদ্ধ অবস্থাতে গুরুতর অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় মেডিকেল কলেজ । রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসুস্থতার সংবাদ শুনে বিচলিত বোধ করলেন। শুভেচ্ছাবার্তা শুধু নয়, সঙ্গে এক কপি 'সঞ্চয়িতা'ও পাঠালেন। আপ্লুত সুভাষচন্দ্র কবিকে লিখলেন, 'আপনি যে আমাকে মনে রেখেছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।' মুক্তি লাভের পর প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একান্ত আলোচনা হয়। সংকটময় তখন দেশের পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে এই আলোচনা পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণে সাহায্য করেছে।

"ছায়া" প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথ স্নেহের সুভাষচন্দ্রকে পাশে বসিয়ে দেখেছেন 'চণ্ডালিকা' নৃত্যানুষ্ঠান । সুভাষচন্দ্র কবির ডাকে ছুটে গিয়েছেন শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনের স্থায়ী ভাণ্ডারের দ্বারোদঘাটনে। দ্বারোদ্‌ঘাটনে এসে সুভাষচন্দ্র আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। ফিরে গিয়েছিলেন দূর- অতীতে। প্রথম শান্তিনিকেতনযাত্রা ও কবি- দর্শনের স্মৃতি হাতড়ে বলেছিলেন,

'প্রথমটা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, বাঙ্গলার ভাবপ্রবণ যুবকদের কাছে কেন তিনি নীরস পল্লিগঠনের কথা বলিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কি তখন আমরা কোনো প্রেরণা বোধ করি নাই।'

সেসময় প্রেরণা না জাগালেও পরে জাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেরণার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছে সুভাষচন্দ্র একাই লক্ষ মানুষকে প্রাণিত করতে পারে। তাঁকে সংবর্ধনা জানানো প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, নানা ব্যস্ততায় ক্রমাগত তারিখ পরিবর্তন, শেষে কবির শারীরিক অসুস্থতায় সে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়নি। কবি 'তাসের দেশ' নাটকটির উৎসর্গপত্রের ভাষায় জানিয়ে দেন সুভাষচন্দ্রকে কতখানি তিনি স্নেহ করতেন, কতখানি আস্থা ও নির্ভরতা ছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর।

উৎসর্গপত্রটি ছিল এ রকম,

'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকাটি উৎসর্গ করলুম।'

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষচন্দ্র পুনরায় নির্বাচিত হোন। তিনি গান্ধীজির কাছে অনুরোধপত্রও পাঠিয়েছিলেন। সে অনুরোধে কাজ হয়নি । কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাড়তেই থাকে । শেষে সুভাষচন্দ্র বাধ্য হয়েছিলেন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে, নতুন দল গড়েছিলেন তিনি। দল গড়ার কাজে সুভাষচন্দ্রের পাথেয় হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের সমর্থন। সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের চোখে তিনি ছিলেন 'দেশনায়ক'। দেশের প্রতি সুভাষচন্দ্রের ভালোবাসায় যে কোনো খাদ ছিল না, তা তিনি প্রতিনিয়ত অনুভব করেছেন। তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্নতাও কম ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের সংবাদ শান্তিনিকেতনে সংবাদপত্র মারফৎ জানতে পেরে কবির এই উদ্বিগ্নতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সুভাষচন্দ্র 'দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন ...।'

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যথার্থ ছিল।

সুভাষ চন্দ্র বোস ফিরে এলে হয়তো দেশের চিত্র এবং দেশবাসীর ভাগ্য অন্যরকম হতো।

কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি।

ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা ১২৬ বছর আগেই অলক্ষে করুণ হাসি হেসেছিলেন কারণ দুপুর ১২ বেজে ১০ মিনিট, ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭-ই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল।

(মতামত সম্পূর্ন ব্যক্তিগত, স্বাধীনতার ৭৬ বছর দেশে চিত্র দেখে যা মনে হয়েছে)

কমিউনিটি নিউজ

সংবাদ বিচিত্রা রিপোর্ট

নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কবি সুবোধ সরকার। পাশে অন্যান্য অতিথিবৃন্দ.

নিউইয়র্কে চারদিনব্যাপী বাংলা বইমেলার সমাপ্তি

বইপ্রেমী বাঙালির বিপুল পদচারণায় মুখরিত চারদিনের নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার সমাপ্তি ঘটেছে গত সোমবার ১৭ জুলাই। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত এবারের বইমেলা ছিল ৩২তম। এ বছর মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কবি আসাদ চৌধুরী। ১৪ জুলাই শুক্রবার বিকেলে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফিতা কেটে বইমেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ডা. ক্যাপ্টেন (অব.) সিতারা বেগম, বীর প্রতীক। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কবি সুবোধ সরকার, কলকাতা বইমেলার সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, নারীবাদী লেখক কনা বসু মিশ্র-সহ দুই বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক ও প্রকাশকরা।

বইমেলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ এবার বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছিল। নতুন বইয়ের প্রকাশনা উৎসব করার জন্য খোলা মাঠেও ছিল নান্দনিক মঞ্চ। এছাড়া মেলাকে চিরায়ত বাঙালিয়ানায় সাজানোর জন্য গ্রামবাংলার সংস্কৃতি মাছ ধরার পলই, একতারা-দোতারা, বাঁশি, হুঁকা, হ্যারিকেন, মাথায় দেয়ার মাথাইল, ডুগডুগি, মাটির বাসন, তালপাখা ইত্যাদিতে সজ্জিত ছিল একটি স্টল।

বইমেলার ৩২তম আসরে ২৫টি প্রকাশনা সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রের দশটি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। আগের মেলার তুলনায় এবার বেশি স্টল ছিল। কিন্তু এবার আশানুরূপ বই বিক্রি হয়নি বলে প্রকাশকরা জানিয়েছেন।

মেলার অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সেমিনার, গান ও কবিতা পাঠ। মেলায় নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়েছে, মেলা উপলক্ষে বিশেষ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার মেলার শেষ দিনটি রাখা হয়েছিল শিশু কিশোরদের জন্য। পুরো দিনের কর্মসূচিতে শিশু-কিশোরদের প্রাধান্য ছিল। মিলনায়তনের বাইরে তাদের আয়োজনে এবং অংশগ্রহণে ছিল নাচ-গান, কবিতা আবৃত্তি ও ছবি আঁকা।

৩২তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার আহবায়ক ড. আব্দুন নূর বলেন, চারদিন সবাই মিলে একটি পরিবারের মতো ছিলাম। যারা এসেছেন মেলায় বেশিরভাগই পরিবার নিয়েও এসেছিলেন। এ মিলনমেলা ভেঙে যাওয়ায় খারাপ লাগছে। একই সঙ্গে ভালো লাগছে মেলাটি সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে বলে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কানাডা, মেক্সিকো, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক লেখক নিউইয়র্ক এসেছেন। চারদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে পারফর্ম করেছেন কণ্ঠশিল্পী সেলিম চৌধুরী, অনিমা রায়, তানভীর আলম সজীব, কানাডা থেকে মৈত্রেয়ী দেবী।

এছাড়া দ্বিতীয় দিন শনিবার বিকেলে আচমকা বইমেলায় এসে সবাইকে চমকে দেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর আগমনে বইমেলায় এক ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা হয়। তাকে ঘিরে জমতে থাকে দর্শকদের ভীড়। তাঁর সাথে সৌজন্য বিনিময় করেন সবাই। অনেকেই তসলিমা নাসরিনের বই কিনে তাঁর অটোগ্রাফ নেন। তাঁর সঙ্গে ছবি ও সেলফি তোলার হিড়িক পড়ে যায়।

অর্ধাঙ্গিনী হৃদয় ছোঁয়, চোখও ভেজায়

মাসুদুল হাসান রনি
মন্ট্রিয়াল, কানাডা

অনেকদিন পর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বাংলা সিনেমা অর্ধাঙ্গিনী দেখলাম। চমৎকার এই সিনেমাটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন কৌশিক সেন, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় ও জয়া আহসান। আরও আছেন লিলি চক্রবর্তী, পূরব শীল আচার্য, অরুণ

গুহঠাকুরতা ও দামিনী বেণী বসুসহ অনেকে। সংগীত পরিচালনা করেছেন অনুপম রায়।

শুরুতে বলে নিতে চাই, কৌশিক গাঙ্গুলী আমার পছন্দের নির্মাতা। তাঁর প্রায় সব সিনেমাই আমার দেখা। তাই সুদূর কানাডায় বসে অপেক্ষায় ছিলাম সিনেমাটি দেখ ার জন্য। অবশেষে সেই সুযোগটি হওয়া মাত্র হাতছাড়া করিনি। কাজ থেকে ফিরে পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে সিনেমাটি দেখতে বসে পড়ি।

সিনেমার কাহিনির সার সংক্ষেপ হচ্ছে, মূলত এক পুরুষের জীবনে দুই নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে অর্ধাঙ্গিনী। অর্থাৎ একজন তার প্রাক্তন ও একজন বর্তমান। সিনেমা দেখা শেষে অনেকক্ষণ ভেবেছি, এই দুইজন নারী সত্যিই কি সেই পুরুষের 'অর্ধাঙ্গিনী' হয়ে উঠতে পেরেছিলেন? মেঘনা নাকি শুভ্রা কে বেশি সুমনকে ভালবেসেছে?

কাহিনিতে আমরা দেখি, সুমন ও শুভ্রার দীর্ঘ ১৭ বছরের দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কলহ, সংঘাতে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু সুমনকে খুবই ভালোবাসে শুভ্রা। তাই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে বহু বছর ধরে সুমনের থেকে পাওয়া অনেক অপমান নীরবে সে সহ্য করেছে। অন্যদিকে সুমনের পরিবারও মেতে নিতে পারেনি শুভ্রার সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াটা। বিচ্ছেদের পর সুমন এবং শুভ্রার জীবনের নতুন ইনিংস বেশ ভালোই চলছিল। অপরদিকে বিচ্ছেদের তিন বছর পর সুমনের জীবনে আসে মেঘনা। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে মেঘনাকে বিয়ে করে সুমনের দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ সব

কিছু এলোমেলো করে দেয় সুমনের আকস্মিক অসুস্থতা। এরপর ধীরে ধীরে এগোতে থাকে সিনেমার গল্প।

জয়া আহসান মেঘনা চরিত্রে এবং শুভ্রা চরিত্রে চূর্নী গাঙ্গুলির অভিনয় পুরো সিনেমায় মগ্ন রাখতে বাধ্য করেছে। এক কথায় দুজনের অভিনয় শুধু হৃদয় ছোঁয়নি, দু-চোখ আর্দ্র করেছে, গড়িয়ে পড়েছে দুফোটা জল। কৌশিক সেনের অভিনয়ও ভালো লেগেছে। সুকান্ত ও বিহু-র সংলাপ, অভিনয় মাঝে মাঝে আমাকে মনভার থেকে একটু রিলিফ দিয়েছে। মেঘনা ও শুভ্রার অভিনয় শুধু নয় এই সিনেমার গল্পের বড় সম্পদ সংলাপও। অর্ধাঙ্গিনী দেখতে হলে একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করতে হবে।

Rules for submitting articles to Sangbad Bichitra

Submit only one text at a time in any one category.

Send articles to this email:

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

1) Poems should be within 12-20 lines.
2) Short poems should be within 6-8 lines.
3) Short stories should be between 250-500 words.
4) Stories should be at least 1200 words but no more than 1500 words.
5) Essays/articles related to literature, science and social issues should be less than 500 (for an article) to 1000 (for an essay) words.
6) News form within your local community about art, culture, etc. should be within 100-500 words. Success stories of your next generation young members on any arena can be shared.
7) The text should be formatted in Avro font and stored as a MS Word (.docx) file. Handwritten content, an image (like JPEG or a PDF) file are not suitable formats and submissions will not be accepted.
8) Content should be previously unpublished and original.
9) Content should be free from typographical and grammatical errors.
10) Any content directly commenting on a political party, religion, caste, nation or a particular individual in a biased positive or negative manner will not be accepted for publication.

* Please understand that if the submitted content does not confirm to the guidelines set forth above (especially word limit), it will not be accepted for publication (due to space constraints of a 16-page magazine).
* This is a publication focused on community(ies) and our main aim is to publish news from any organization that promotes Bengali art and culture. As local Bengali organizations submit content to us, we will strive to publish items accordingly.
* Your opinion is important to us : Please provide your review (via email) of the contents of "Sangbad Bichitra" as it tackles pertinent subjects and viewpoints and their manner of presentation. If there is any room for improvement, please do not hesitate to describe them briefly and we shall publish your feedback in our subsequent edition.

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

সংবাদ বিচিত্রায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

যে কোনো একটি বিভাগে একবারে একটিই লেখা পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ইমেল

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

১) কবিতা পাঠাবেন একটি ১২-২০ লাইনের মধ্যে।

২) অনু কবিতা পাঠাবেন একটি ৬-৮ লাইনের মধ্যে।

৩) অনুগল্প পাঠাবেন ২৫০-৫০০ শব্দের মধ্যে।

৪) গল্পটিকে নুন্যতম ১২০০ এবং সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৫) সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধ / নিবন্ধ পাঠাবেন ৫০০ (নিবন্ধ) থেকে ১০০০ (প্রবন্ধ) শব্দের মধ্যে।

৬) শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক কমিউনিটি নিউজ পাঠাবেন ১০০-৫০০ শব্দের মধ্যে। আপনার কমিউনিটির পরবর্তী প্রজন্মের যে কোনও বিষয়ে সাফল্যের খবর দেওয়া যাবে।

৭) লেখাটি অভ্রতে টাইপ করে একটি .docx ফাইলে পাঠান। হাতে লিখে, pdf করে, ছবি তুলে পাঠালে গৃহীত হবে না।

৮) লেখাগুলিকে অবশ্যই যে কোন মাধ্যমে অপ্রকাশিত ও মৌলিক হতে হবে।

৯) বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহারে লেখকদের সতর্ক থাকতে হবে।

১০) লেখায় সরাসরি যে কোন রাজনৈতিক দল, ধর্ম, জাতি, জনজাতির উল্লেখ থাকলে বা কোনো বিতর্কমূলক লেখা অথবা ব্যক্তিবিশেষের নাম করে বা ইঙ্গিত করে সম্মানহানির প্রয়াস থাকলে সেটি বিবেচিত হবে না।

মনে রাখবেন নিয়মাবলী মেনে লেখা না পাঠালে বা শব্দসংখ্যা বেশি থাকলে লেখা প্রকাশ সম্ভব নয় কারণ মাত্র ১৬ পাতার পত্রিকা এটি।

এটি বিশেষত সংবাদ পত্রিকা তাই কমিউনিটি নিউজ প্রকাশ আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বাঙলার শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের সাথে যুক্ত যে কোনও সংস্থার সংবাদ আমরা প্রকাশ করব। আপনারা আপনাদের সংস্থার কর্মকান্ডের সংবাদ পাঠান, সম্পাদকমন্ডলী দ্বারা বিবেচিত হলে আমরা সেইটি ছাপব।

আপনাদের মতামত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

সংবাদ বিচিত্রা পত্রিকাটি বিষয় ভিত্তিক এবং আঙ্গিক ভিত্তিক পর্যালোচনা করে আপনাদের কেমন লাগছে ইমেলে জানান। যদি কোথাও পরিবর্তন বা উন্নতিসাধন করতে হয় সংক্ষেপে দু-চার লাইনে ইমেল করে কারণ সহ জানাবেন আমরা আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করব।

cabsangbadbichitraeditors@gmail.com

Advertisement Rates for Sangbad Bichitra - 2023

(Color – Back Page)				(Color – Inside)			
	1 Issue	1/2 Yearly	Yearly		1 Issue	1/2 Yearly	Yearly
Full Page (14 x10 inch)	$250	$1,500	$2,500	Full Page (14 x10 inch)	$150	$1,000	$2,000
1/2 Page (10 x 7 inch)	$150	$750	$1,250	1/2 Page (10 x 7 inch)	$100	$500	$1,000
1/4 Page (5 x 4 inch)	$100	$500	$1,000	1/4 Page (5 x 4 inch)	$75	$250	$500
1/8 Page (5 x 2 inch)	$50	$250	$500	1/8 Page (5 x 2 inch)	$35	$150	$300

- Minimum three (3) issues.
- Payment is required in advance.
- Make check payable to : CAB
- Mail to :
  Cultural Association of Bengal
- Address :
  346 Yale Road, Garden City,
  NY 11530, USA
- Zelle to : 516-965-5277